যুগান্তর

তারিখ ... 3 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা

শিক্ষা

ডিসেম্বরে সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এতে প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। এতদিন পঞ্চম শ্রেণীতে যারা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিত তাদের প্রতি ছিল শিক্ষকদের বিশেষ নজর। ফলে সারাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একটি অংশই শিক্ষকদের ওই বিশেষ নজর থেকে বঞ্চিত ছিল। এতে শৈশবেই অনেক শিক্ষার্থীর ভেতর এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ কাজ করত। কোন শিশুর ভেতরই এই হীনমন্যতা বোধ তৈরি হওয়া ঠিক নয়। নতুন নিয়ম চালু হওয়ায় এখন ক্লাসের সব শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকরা একই রকম যত্নশীল হবেন। এতে সব শিশুর সমানভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ বাড়ল। শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলে আগামীতে এই শিক্ষার্থীরাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসেবেই চালু হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষা। সংস্কারের মাধ্যমে নতুন যে পদ্ধতিই চালু করা হোক, এসব প্রক্রিয়ায় সারাদেশের তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নতুন এ পদ্ধতি নিয়ে নিরীক্ষার পাশাপাশি সেসব অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতামতও মূল্যায়ন করা দরকার। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সব কাজে সারা দেশের প্রাথমিকের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এ পরীক্ষার পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০০৬ সালে। চূড়ান্ত নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে এ বিষয়ক গবেষণা ও নিরীক্ষা কাজে দেবে। কিন্তু পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়। এ বিষয়ক যেকোন নীতিমালা তৈরির সঙ্গে সারাদেশের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকা উচিত। এতে ওই নীতিমালার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। যুগের প্রয়োজনে নতুন ধ্যান-ধারণায় সবাইকে অভ্যস্ত হতে হয়। এখানে একই কথা প্রযোজ্য। প্রাথমিকের শিক্ষকরাও গতানুগতিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে আধুনিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচিত থাকতেই পছন্দ করেন। এই শিক্ষকদের একটি অংশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। সারাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রযুক্তিগত সুবিধা বাড়ালে তা শিশুদের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

নতুন এ পদ্ধতি চালু হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আগামীতে আর আলাদাভাবে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তির অর্থের পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়ানো দরকার। যথাযথ প্রণোদনা পেলে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগ্রহ বাড়ে। এ ক্ষেত্রে সবার আগে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরি। অভিভাবকদের অনেকেই মনে করেন, উচ্চ নম্বর প্রাপ্তি শিক্ষার্থীর জন্য এক বড় অর্জন। এ ভুল ভাঙাতে হবে।

নতুন এ পরীক্ষায় নকল প্রবণতাসহ আনুষঙ্গিক কিছু সমস্যা হতেই পারে। অভিজ্ঞতার আলোকে এসবের মোকাবেলা করতে হবে। সারাদেশে ২০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেবে। এ পরীক্ষা চলাকালীন পাইলট প্রকল্পের সীমিত অভিজ্ঞার বাইরেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেসব সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলার প্রস্তুতি থাকতে হবে। যেমন গতানুগতিক নিয়মের বাইরে বৃষ্টি বা এ রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়ও প্রস্তুতি থাকতে হবে। এসব প্রস্তুতির পরও শতভাগ সাফল্য অর্জনে কিছু ঘাটতি হতেই পারে। প্রথমবারের ভুলগুলো পরের বার শোধরানোর চেষ্টা থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা হলেই তার সারা বছরের কৃতিত্বের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে। প্রতিদিনের কাজ মূল্যায়িত হলে শিক্ষার্থীরাও অধ্যয়নের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। এভাবে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার চর্চা বাড়ে। এসব চর্চা যে কোন শিক্ষার্থীকে তার পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী হতেই আগ্রহী করে। জীবনের শুরুতে কেউ নিয়মানুবর্তিতার চর্চা না করলে পরবর্তী জীবনেও এর প্রভাব থেকেই যায়। প্রতিষ্ঠাননির্ভর মূল্যায়ন শিশুর মেধার বিকাশেও ভূমিকা রাখে। এটি শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশেও সহায়ক। কাজেই প্রতিষ্ঠাননির্ভর মূল্যায়নের ওপরও গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে কোন শিক্ষার্থীর ভেতর সামান্যতম ভীতির ছায়াও যেন না থাকে, এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ভেতর এ বোধ জাগ্রত করতে হবে, স্বাভাবিক বাৎসরিক পরীক্ষার মতোই এটি একটি পরীক্ষা। এ ধরনের পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন গৌরবেরও। কোন নতুন সিস্টেম একবারেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথমবার কিছু সমস্যা হতেই পারে। এসব কি করে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যায় সে চেষ্টাও থাকতে হবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক— সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এসব সমস্যা সমাধান মিলবে।